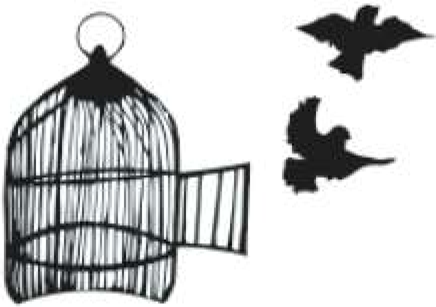

আলী হাসান উসামা

মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী

মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী

আলী হাসান উসামা

কালান্তর প্রকাশনী

প্রথম সংস্করণ, চতুর্থ মুদ্রণ : একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১
প্রকাশকাল : জুলাই ২০১৯

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ২৮৪, US $ 10. UK £ 7

প্রচ্ছদ : নাঈমা তামান্না

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978 984 887 96 0

Mukto Praner He Sondhani
by **Ali Hasan Osama**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

জিহাদের মাঝে জানি শুধু আছে জিন্দেগানি,
চলো সেই পথে মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী!
পাড়ি দাও স্রোত কঠিন প্রয়াসে অকুতোভয়,
এই নিশীথের তীরে হবে ফের সূর্যোদয়।

উপরের চরণ চারটি ইসলামি রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের *কাফেলা* কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার অংশ। বইয়ের নাম *মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী* মূলত এখান থেকে চয়িত।

বইটি সম্পর্কে বেশি কিছু বলছি না; সামান্য ইঙ্গিত দিচ্ছি মাত্র। বাংলা ভাষায় রচিত-অনূদিত বইয়ের অভাব নেই; অভাব শুধু দিকনির্দেশকারী বইয়ের। অভাব দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্ত তরুণদের খোরাক জোগানোর মতো বইয়ের। অভাব সঠিক আকিদা, মানহাজ, মাসলাক ও আদর্শের প্রতি উদ্‌বুদ্ধকারী বইয়ের। অভাব দীন প্রতিষ্ঠায় ব্যাকুল তরুণ-যুবাদের গাইড দেওয়ার মতো বইয়ের; কিন্তু প্রশ্ন হলো, কেন এমন অভাব? কেন এতদিনেও ঘুচল না এ অভাব? এই অনেকগুলো কেন'র একটি উত্তর—কলমসৈনিকদের সাহসে ঘাটতি এবং দৃষ্টিভঙ্গিজনিত অপূর্ণতা।

যাক, এই বইটি এসবের একটা গাইডলাইন হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা বিশ্বাস করি, বইটি চিন্তার নতুন দুয়ার খুলে দেবে। যেসব বিষয়ে কাজ করা দূরের কথা; কল্পনা করতেও মানুষ ভুলে গেছে, সেসব বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করবে। যেমন : তাওহিদের মূল শিক্ষা, কালিমার মর্ম, সহিহ আকিদা, জিহাদ, বিজয়, বায়তুলমাল, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা, আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা, নব্যক্রুসেড, হাকিমিয়্যাহ, ভিসা, আধুনিক জাহিলিয়াত, জাতীয়তাবাদ, রিদ্দার ফিতনা, তাকফির, খারেজি ও সাহায্যপ্রাপ্ত জামাআত ইত্যাদি।

লেখক তার কলমের আঁচড়ে দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন এসব বিষয় ছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু অনালোচিত বা স্বল্পালোচিত এসব বিষয় এবং এসবের পরিভাষাও অনেক ক্ষেত্রে জটিল ও কঠিন, তাই কোনো কোনো জায়গায় নতুন বা অনভ্যস্ত পাঠক খানিকটা হোঁচট খেতে পারেন। তাদের জন্য

সংশ্লিষ্ট আলোচনাগুলো একাধিকবার পড়ার ও হৃদয়ঙ্গম করার অনুরোধ থাকবে। তবে অভ্যস্ত ও মনোযোগী পাঠকের জন্য তেমন কষ্ট হবে না ইনশাআল্লাহ।

বইটির ভাষা-বানান সম্পাদনা আমি করেছি। সহযোগিতা করেছেন আবদুর রশীদ তারাপাশী, সালমান মোহাম্মদ ও আবদুল্লাহ আরাফাত। বইটি ত্রুটিমুক্ত রাখতে এবং সহজ ও সাবলীল করতে আমরা চেষ্টায় কমতি রাখিনি। এরপরও কোনো ত্রুটি থেকে গেলে তার দায় আমাদের। সুহৃদ কোনো পাঠকের নজরে ভুলত্রুটি ধরা পড়লে অবগত করবেন আশা করি। ইনশাআল্লাহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা সংশোধন করব।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
১৯ জুন ২০১৯

সূচি

প্রারম্ভিকা — ১০

প্রথম অধ্যায়

মর্মরে বাজে তাওহিদের আজান — ১১

এক	: তাওহিদের গুরুত্ব	১৩
দুই	: তাওহিদের প্রকার	১৮
তিন	: শাশ্বত কালিমা	২৫
চার	: ইসলাম ও জাহিলিয়াতের সংঘর্ষ	৩৪
পাঁচ	: ইসলাম ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব	৪১
ছয়	: কালিমা : তত্ত্ব থেকে জীবনে	৪৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

দেখা হবে বিজয়ের মিছিলে — ৬৪

এক	: বিজয়ের প্রথম অর্থ	৬৫
দুই	: বিজয়ের দ্বিতীয় অর্থ	৬৯
তিন	: বিজয়ের তৃতীয় অর্থ	৭০
চার	: বিজয়ের চতুর্থ অর্থ	৭৩
পাঁচ	: বিজয়ের পঞ্চম অর্থ	৮০
ছয়	: বিজয়ের ষষ্ঠ অর্থ	৮২
সাত	: বিজয়ের সপ্তম অর্থ	৮৬
আট	: বিজয়ের অষ্টম অর্থ	৮৬
নয়	: বিজয়ের নবম অর্থ	৯০

তৃতীয় অধ্যায়

আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা : প্রেক্ষিত নব্যক্রুসেড **৯৬**

চতুর্থ অধ্যায়

ভিসা : আলো-আঁধারির খেলা **১১৩**

পঞ্চম অধ্যায়

চারিদিকে রিদ্দাহর ফিতনা : নেই একজন আবু বকর **১২৫**

এক : রিদ্দাহর নতুন রূপ ১২৫
দুই : শরিয়ার পরিভাষায় রিদ্দাহ ১২৭
তিন : মুরতাদের অপরাধকর্ম ১২৭
চার : প্রাচ্যে রপ্তানিকৃত ইউরোপীয় দর্শন ১২৭
পাঁচ : নাস্তিকতা নামক ধর্ম ১২৮
ছয় : আজও রিদ্দাহ আছে, নেই প্রতিরোধকারী আবু বকর ১৩০
সাত : রিদ্দাহ মতবাদ প্রসারের নেপথ্য কারণ ১৩১
আট : কপটতা ও নাস্তিকতা ১৩৩
নয় : জাহিলি জাতীয়তাবাদ এবং জাহিলিধর্ম ১৩৩
দশ : ইসলাম কেন এ জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ১৩৪
এগারো : জাতীয়তাবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন ১৩৫
বারো : জাহিলিয়াত ও তার প্রতীকের ব্যাপারে মুসলিমদের অবস্থান ১৩৬
তেরো : মুসলিম ভূখণ্ডে জাহিলিয়াতের প্রাধান্য ১৩৭
চৌদ্দ : দীন এবং চরিত্রহীনতা ১৩৮
পনেরো : মুসলিমবিশ্বের সামনে বড় বিপদ ১৩৯
ষোলো : বর্তমান জিহাদ ১৩৯
সতেরো : নব-ইমানি চেতনায় জেগে ওঠো ১৪১
আঠারো : প্রয়োজন নিঃস্বার্থ ও একনিষ্ঠ কিছু মহাপুরুষের ১৪১
উনিশ : চাই কিছু ইলমি প্রতিষ্ঠান ১৪২
বিশ : অতীত-অভিজ্ঞতা ১৪৩
একুশ : দায়িদের প্রকারভেদ ১৪৩
বাইশ : ইসলামি জাগরণের জন্য কাঙ্ক্ষিত দল ১৪৫

তেইশ : ইতিহাসের পাতা থেকে ১৪৫
চব্বিশ : যে ফরজ বিধানের ক্ষেত্রে বিলম্বের অবকাশ নেই ১৪৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

রাসুলের হাতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ১৪৭

এক : সফলতার একমাত্র পথ মুহাম্মাদে আরাবির নিঃশর্ত অনুসরণ ১৪৭
দুই : ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাসুলের প্রাথমিক পদক্ষেপ ১৫২
চার : পুনশ্চ ১৬২

সপ্তম অধ্যায়

বায়তুলমাল : পরিচিতি ও কার্যক্রম ১৬৫

এক : সাধারণ কোষাগার ১৬৫
দুই : প্রশাসনিক পরিচালনা ১৬৭
তিন : রাজস্ব বা আয়ের উৎস ১৬৭
চার : ব্যয়ের খাত ১৭০
পাঁচ : সাধারণ অর্থনৈতিক সম্পদ ১৭২
ছয় : পরিচালনার বিধি ও নীতিমালা ১৭৩
সাত : বায়তুলমালের পাবলিক পলিসি ১৭৩

অষ্টম অধ্যায়

তাকফির : এক সংবেদনশীল অধ্যায় ১৭৮

এক : তাকফিরের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন ১৭৮
দুই : খারেজি ও তাকফিরি ফিরকার বৈশিষ্ট্য ১৮৮

প্রারম্ভিকা

*মুক্ত প্রাণের হে সন্ধানী*৷ সত্যের অনুসন্ধিৎসা আছে—এমন প্রতিটি মুসলিমের প্রতি হৃদয়ের কিছু আহ্বান। এ বইটি মূলত কয়েকটি নিবন্ধের সংকলন। আমাদের সকলের অনুসৃত কয়েকজন বিদগ্ধ আলিমের রচনাকে বর্তমানের উপযোগী করে উপস্থাপন করার একটা প্রয়াস মাত্র। এ বইয়ের উপস্থাপনা আমাদের; কিন্তু এর মূল তত্ত্ব ও তথ্য বিদগ্ধ আলিমগণের। তবে প্রয়োজনানুসারে আমরা সেগুলোর সঙ্গে কিছু সংযোজন-বিয়োজন ও পরিমার্জন করেছি। যেমন : প্রথম নিবন্ধটি শাইখ ইকবাল কিলানি ও শাইখ মুহাম্মাদ কুতুবের লেখা অবলম্বনে, দ্বিতীয় নিবন্ধটি শাইখ ইউসুফ উয়ায়রির লেখা অবলম্বনে, তৃতীয় নিবন্ধটি শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকিরের লেখা অবলম্বনে, চতুর্থ নিবন্ধটি শায়খ আবু মুহাম্মাদ আইমানের লেখা অবলম্বনে, পঞ্চম নিবন্ধটি সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবির লেখা অবলম্বনে, ষষ্ঠ নিবন্ধটি শাইখ সায়িদের লেখা অবলম্বনে এবং অষ্টম নিবন্ধটি শাইখ আবু মুহাম্মাদ মাকদিসি ও শাইখ হারিস আন-নাজ্জারের লেখা অবলম্বনে রচিত। সুতরাং এই একটি বই পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেবে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের লেখার সঙ্গে। পরিচয় করিয়ে দেবে অনেক আদর্শিক চেতনা, প্রশংসনীয় মানসিকতা ও অনুসরণীয় দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে।

এ বইয়ের সঙ্গে যারা যেভাবে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, আল্লাহ তাদের সবার শ্রমকে কবুল করুন। বিশেষ করে প্রকাশক মহোদয় এর পেছনে যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন। আল্লাহ এর বিনিময়ে সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আল্লাহর কাছে এ বইটির কবুলিয়্যাত প্রার্থনা করে সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিকার এখানেই ইতি টানছি।

আলী হাসান উসামা
২৩ মার্চ ২০১৯

প্রথম অধ্যায়

মর্মরে বাজে তাওহিদের আজান

﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾

আপনি বলে দিন, হে কিতাবিরা, তোমরা এমন এক কালিমার দিকে এসে যাও, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। [সুরা আলে ইমরান : ৬৪]

হে ইসরাইলের সন্তানেরা, তোমরা বিশ্বাস করো উজাইর আ. ছিলেন আল্লাহ তাআলার সন্তান। আর এ কথাও স্বীকার করো, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। কখনো কি তোমরা ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তাআলার সত্তা চিরঞ্জীব, সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। তাঁর সন্তানের মধ্যেও এ বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত। তাহলে উজাইর আ.-এর কাছে মৃত্যু কীভাবে এলো! আর যিনি মৃত্যুবরণ করেন, তিনি কীভাবে আল্লাহর সন্তান হতে পারেন?

হে মরিয়ম-তনয় ইসা আ.-এর হাওয়ারিরা, তোমরা বিশ্বাস করো ইসা আ. ছিলেন আল্লাহ তাআলার সন্তান। আর এ কথাও নির্দ্বিধায় স্বীকার করো, তাঁকে শূলীতে চড়ানো হয়েছে। কখনো কি তোমরা ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তাআলা তো মহা পরাক্রমশালী, সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান; তাহলে তাঁর সন্তান কীভাবে এতটা দুর্বল এবং অসহায় হয়ে গেল যে, শেষাবধি তাঁকে শূলীতে চড়ানো হলো! যাকে শূলীতে চড়ানো হয়, সে কীভাবে আল্লাহ তাআলার সন্তান হতে পারে!

হে সনাতন (হিন্দু) ধর্মমতের অনুসারীরা, তোমরা বিশ্বাস করো পৃথিবীতে ৩৩ কোটি ভগবান রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার ভগবানকে আলাদা করে রাখে। প্রত্যেকের যেন রয়েছে স্বতন্ত্র ভগবান; যে কিনা তার প্রয়োজন এবং চাহিদা পূর্ণ করার সক্ষমতা রাখে। আর অবশিষ্ট ৩২ কোটি ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার ৯৯৯ জন তার প্রয়োজন পূর্ণ করতে অক্ষম। কখনো কি তোমরা ভেবে দেখেছ, যখন ৩২ কোটি ৯৯ লাখ ৯৯ হাজার ৯৯৯ জনই অক্ষম এবং অসহায়, তখন তাদের শ্রেণিভুক্ত একজনই-বা কীভাবে প্রয়োজন এবং চাহিদা পূর্ণ করার সক্ষমতার অধিকারী হলো?

হে বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা, তোমরা বিশ্বাস করো গৌতম বুদ্ধ মহা সত্যের সন্ধানে বছরের পর বছর কত শত প্রান্তর, বন আর মরুভূমিতে ঘুরে ফিরেছেন। কখনো কি তোমরা ভেবে দেখেছ, যে ব্যক্তি নিজে মহা সত্যের সন্ধানে বছরের পর বছর ঘুরে বেড়ালেন, তিনি নিজেই কীভাবে আবার মহা সত্য হতে পারেন?

হে ইমামগণের নিষ্পাপত্বে বিশ্বাসীরা, তোমরা শিয়ারা বিশ্বাস করো পৃথিবীর অণু-পরমাণু পর্যন্ত সবকিছু ইমামদের নির্দেশ এবং ক্ষমতার সামনে আজ্ঞাবহ। তোমরা এ-ও দাবি করো যে, আহলে বায়তের ওপর যে দুঃখ-দুর্দশা, বিপদাপদ এসেছে, তা আবু বকর এবং উমর রা.-এর কারণে এসেছে। কখনো কি তোমরা ভেবে দেখেছ, যার নির্দেশের সামনে পৃথিবীর অণু-পরমাণু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ, তাঁর ওপর কীভাবে দুঃখ-দুর্দশা, বিপদাপদ আপতিত হতে পারে! আর যার ওপর বিপদাপদ আপতিত হতে পারে, তিনি কীভাবে পৃথিবীর সবকিছুর নিয়ন্ত্রক এবং মহাপরিচালক হতে পারেন?

হে সুফিবাদের অনুসারীরা, তোমরা বিশ্বাস করো আলি হাজওয়েরি রাহ. মানুষকে ধনভান্ডার দান করেন। খাজা মইনুদ্দিন চিশতি রাহ. ঋড় থেকে মুক্তি দেন। আবদুল কাদির জিলানি রাহ. বালা-মুসিবত দূর করেন। ইমাম বরি রাহ. দুর্ভাগ্যবানকে সৌভাগ্যবানে পরিণত করেন। সুলতান বাহু রাহ. সন্তান দান করেন। কখনো কি তোমরা ভেবেছ, যখন আলি হাজওয়েরি ছিলেন না, তখন কে ধনভান্ডার দান করত? যখন খাজা মইনুদ্দিন চিশতি ছিলেন না, তখন কে ঋড় থেকে মুক্তি দিত? যখন আবদুল কাদির জিলানি ছিলেন না, তখন কে বালা-মুসিবত দূর করত? যখন ইমাম বরি ছিলেন না, তখন কে দুর্ভাগ্যবানকে সৌভাগ্যবান করত? যখন সুলতান বাহু ছিলেন না, তখন কে সন্তান দান করত?

হে পৃথিবীবাসী, আমার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো।

আল্লাহ তাআলার অবতরণকৃত শিক্ষায় কখনো বৈপরীত্য থাকতে পারে না; কিন্তু তোমাদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারায় বিদ্যমান স্ববিরোধিতা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, এসব বিশ্বাস ও চিন্তাধারা আল্লাহ তাআলার অবতরণকৃত নয়।

তাই হে পৃথিবীবাসী, এসো এমন এক কালিমার দিকে :

- যার শিক্ষায় স্ববিরোধিতা নেই;
- যা মানুষের আত্মাকে করে প্রশান্ত এবং শরীরকে করে স্বাধীন;
- যা মানুষকে সম্মান, মর্যাদা এবং গৌরব দান করে;

- যা মানুষকে নিরাপত্তা ও শান্তি, ন্যায় ও ইনসাফ, সাম্য ও স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ব এবং ভালোবাসার মতো সুউচ্চ মানবীয় গুণাবলির নিশ্চয়তা দেয়;
- যা মানুষকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেয়।

তা হলো এক কালিমা,

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।' আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই।

এক. তাওহিদের গুরুত্ব

কিয়ামতের দিন মানুষের মুক্তি দুটো বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল : ১. ইমান, ২. নেক আমল।

ইমান দ্বারা উদ্দেশ্য—আল্লাহ তাআলার সত্তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা; রিসালাত এবং আখিরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা; ফিরিশতা এবং অবতীর্ণ কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা; ভালো এবং মন্দ ভাগ্যলিপির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা। রাসুল ﷺ বলেছেন,

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

ইমানের রয়েছে সত্তরের অধিক শাখা। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাখা 'লা ইলাহা ইলাল্লাহ'র সাক্ষ্য দেওয়া। সর্বনিম্ন হলো পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। আর লজ্জা ইমানের বিশেষ অঙ্গ।[১] অর্থাৎ, ইমানের ভিত্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

নেক আমল দ্বারা উদ্দেশ্য সেসব আমল, যা রাসুল ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসারে পালিত হবে। নিঃসন্দেহে পারলৌকিক মুক্তির ক্ষেত্রে সৎকর্ম বিশেষ গুরুত্ব রাখে। তবে তাওহিদের আকিদা এবং নেক আমল—এ দুটোর মধ্যে তাওহিদের আকিদার গুরুত্ব বেশি।

তাওহিদের আকিদা বিশুদ্ধ থাকলে কিয়ামতের দিন আমলের ত্রুটি ও কমতি থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা মিলতে পারে। কিন্তু আকিদার মধ্যে যদি ত্রুটি থাকে—যেমন : শিরকি আকিদা বা শিরকমিশ্রিত আকিদা, তাহলে আকাশ ও ভূমির প্রশস্ততা-পরিমাণ নেক আমলও অনর্থক এবং নিষ্ফল বলে প্রতীয়মান হবে। সুরা আলে ইমরানে

[১] সহিহ মুসলিম : ৫৮।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, কাফিররা যদি পূর্ণ পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্ণও সাদাকা করে, তবু ইমান আনয়ন ব্যতিরেকে আল্লাহ তাআলার কাছে তাদের এই বিপুল পরিমাণ দানের আমল গৃহীত হবে না। বর্ণিত আছে,

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾

যারা কুফর অবলম্বন করেছে ও কাফির অবস্থায়ই মারা গেছে, তাদের কারও থেকে পৃথিবী ভরতি স্বর্ণও গৃহীত হবে না, যদিও তারা নিজেদের প্রাণরক্ষার্থে তা দিতে চায়। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং তাদের জন্য নেই কোনো সাহায্যকারী। [সুরা আলে ইমরান : ৯১]

শুধু এতটুকুই নয়, তাদের নেক আমলগুলো নিষ্ফল করে দেওয়া হবে; বরং কুফরি আকিদার কারণে তাদের কষ্টদায়ক শাস্তিও দেওয়া হবে। কেউই তাদের জন্য সাহায্য বা সুপারিশ করতে পারবে না। সুরা আনআমে নবিগণের পবিত্র জামাআত—ইবরাহিম, ইসহাক, ইয়াকুব, নুহ, দাউদ, মুসা, হারুন, জাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ইসমাইল, ইয়াসা, ইউনুস এবং লুত আ.-এর কথা উল্লেখের পর আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

আর যদি তারাও শিরক করত, তাহলে তাদের নেক আমলগুলো ধ্বংস হয়ে যেত। [সুরা আনআম : ৮৮]

শিরকের নিন্দায় কুরআন মাজিদে আরও এসেছে,

﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

অবশ্যই আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্বে যারা গত হয়েছে, তাদের প্রতি এই মর্মে ওহি অবতীর্ণ করা হয়েছে যে, যদি আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করেন, তাহলে আপনার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। [সুরা জুমার : ৬৫]

﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾

আপনি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকবেন না। নতুবা

আপনি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন। [সুরা শুআরা : ২১৩]

উপরিউক্ত আয়াত দুটিতে আল্লাহ তাআলা সুদৃঢ় এবং দ্ব্যর্থহীন সম্বোধনে প্রিয় রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-কে বলছেন, আপনিও যদি শিরক করেন, তাহলে আপনার সব নেক আমল ধ্বংস হয়ে যাবে; তদুপরি অন্য মুশরিকদের সঙ্গে আপনাকেও জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾

যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তার ওপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন; আর তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। [সুরা মায়িদা : ৭২]

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না, যে তাঁর সঙ্গে শিরক করে। এ ছাড়া যেসব গুনাহ রয়েছে; যার জন্য ইচ্ছা করেন, সেগুলো ক্ষমা করেন। [সুরা নিসা : ১১৬]

উপরিউক্ত আয়াত দুটির মাধ্যমে স্পষ্ট প্রতিভাত হলো যে, আল্লাহ তাআলার কাছে শিরক অমার্জনীয় অপরাধ। শিরক ছাড়া কোনো গুনাহ এমন নেই, যাকে আল্লাহ তাআলা অমার্জনীয় বলে অভিহিত করেছেন বা যাতে লিপ্ত হলে জান্নাত হারাম করার ঘোষণা দিয়েছেন।

শিরকের ওপর যাদের মৃত্যু হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করাকেও নিষিদ্ধ করেছেন।

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ
مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

নবি এবং মুমিনদের জন্য এটা সংগত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করবে; যদিও তারা আত্মীয় হয় এ কথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামি। [সুরা তাওবা : ১১৩]

শিরকের নিন্দায় অসংখ্য-অগণিত হাদিস বর্ণিত আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি :

১. রাসুল ﷺ মুআজ রা.-কে ১০টি উপদেশ দিয়েছিলেন। যার মধ্যে শীর্ষ উপদেশ ছিল,

لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ

আল্লাহর সঙ্গে কোনোকিছুকে শরিক করবে না; যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় এবং অগ্নিদগ্ধ করা হয়।[২]

২. রাসুল ﷺ বলেন,

«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»

তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু থেকে বেঁচে থেকো। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, সেগুলো কী? তিনি বললেন, ১. আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করা; ২. জাদু করা; ৩. অন্যায়ভাবে হত্যা করা; ৪. ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা; ৫. সুদ খাওয়া; ৬. যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং ৭. সাদাসিধে ইমানদার নারীদের ওপর অপবাদ আরোপ করা।[৩]

৩. রাসুল ﷺ বলেন,

إِنَّ اللهَ لَيَغْفِرُ لِعَبْدِهِ مَا لَمْ يَقَعِ الْحِجَابُ » قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْحِجَابُ؟ قَالَ: «أَنْ تَمُوتَ النَّفْسُ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ

আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার গুনাহ ক্ষমা করেন, যতক্ষণ-না পর্দা পড়ে যায়। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, পর্দা পড়ে যাওয়ার কী অর্থ হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, এর অর্থ হলো, কোনো প্রাণ (ব্যক্তি) মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা।[৪]

এসব আয়াত এবং হাদিস দ্বারা এ কথা অনুমান করা দুষ্কর হয় না যে, শিরকই হলো এমন পাপ, যার পরিণতিতে মানুষের ধ্বংস এবং বরবাদি নিশ্চিত।

কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যেতে পারে :

১. এক ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হবে। তার অবস্থা এই হবে যে, তার ৯৯টি খাতা থাকবে গুনাহ দ্বারা পরিপূর্ণ। গুনাহের

[২] *মুসনাদু আহমাদ* : ২২০৭৫।

[৩] *সহিহ বুখারি* : ২৭৬৬; *সহিহ মুসলিম* : ১৪৫।

[৪] *মুসনাদু আহমাদ* : ২১৫২৩; *সহিহ ইবনু হিব্বান* : ৬২৬।

পরিমাণ দেখে সে হতাশ হয়ে পড়বে। আল্লাহ তাআলা তাকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, 'আজ কারও ওপর অবিচার করা হবে না। আমার কাছে তোমার একটা নেকি রয়ে গেছে। এ জন্য যাও, মিজানের কাছে যাও।' রাসুল ﷺ বলেন, 'তখন তার সব গুনাহ এক পাল্লায় রাখা হবে এবং সেই একটা নেকি অপর পাল্লায় রাখা হবে। সেই এক নেকির পাল্লা গুনাহের পাল্লার চেয়ে ভারী হয়ে যাবে। নেকিটি হলো, "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।"'[৫]

২. এক বৃদ্ধ ব্যক্তি রাসুল ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল, 'হে আল্লাহর রাসুল, সারা জীবন গুনাহের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। এমন কোনো গুনাহ নেই যা আমি করিনি। পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে যদি আমার গুনাহ বণ্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে তা সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এ অবস্থায় আমার কি তাওবার কোনো সুযোগ রয়েছে?' রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছ?' সে বলল, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তাআলার বান্দা এবং রাসুল।' রাসুল ﷺ বললেন, 'যাও, আল্লাহ তাআলা পাপরাশি মোচনকারী এবং তিনি পাপকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তনকারী।' সে বলল, 'আমার সব গুনাহ এবং অপরাধ কি ক্ষমা করে দেওয়া হবে?' রাসুল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, তোমার সব গুনাহ এবং অপরাধ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।'[৬]

একদিকে রাসুল ﷺ-এর আপন চাচা, যিনি দীনের ব্যাপারে জীবনভর তাঁর আপ্রাণ সহযোগিতা করেছেন; কিন্তু তাওহিদের আকিদার ওপর বিশ্বাস স্থাপন না করায় জাহান্নামের উপযুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে একজন অপরিচিত ব্যক্তি, যার সঙ্গে রাসুল ﷺ-এর রক্তের সম্পর্ক নেই, আবার সে নিজের অগণিত গুনাহের কথা স্বীকারও করছে; কিন্তু তাওহিদের আকিদার ওপর বিশ্বাস স্থাপনের কারণে জান্নাতের উপযুক্ত হয়ে গেছে।

এই নাতিদীর্ঘ আলোচনার সারকথা হলো, কিয়ামতের দিন মুক্তির একমাত্র ভিত্তি হবে মানুষের আকিদা-বিশ্বাস। আকিদা-বিশ্বাস যদি কিতাব এবং সুন্নাহর আলোকে নির্ভেজাল তাওহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে নেক আমলসমূহ

[৫] *সুনানুত তিরমিজি।*

[৬] *তাফসিরে ইবনে কাসির।*